১।৮/১

তারিখ ... 11.9.৮২ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গ্রন্থাগার

049

## বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও কিছু কথা

ভর্তি সমস্যা আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা। আবার কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমস্যাটাকে আরও জটিল করে তোলে ভর্তির নীতির মারপ্যাচে--যেমন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগতা থাকা সত্ত্বেও সকল প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হয় না।

গত বারের চেয়ে এবার পাসের হার বেশী এবং H. S. C পরীক্ষায় ১ম বিভাগে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও অনেক বেশী। তাই এবার ভর্তি সমস্যাটা আরও জটিল হবে। ইতি মধ্যে মেডিক্যাল কলেজসমূহ ভর্তির নোটিশ দিয়েছে। মেডিক্যালে ভর্তির নোটিশ হয়তো বা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য, কেননা সেখানে যে যোগ্যতা চাওয়া হয় তাতে যোগ্যতাসম্পন্ন সকল প্রার্থীই ভর্তি-পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। কিছু দিনের মধ্যেই হয়তো বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির নোটিশ দিবে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন আসে ভর্তির জন্য যে যোগ্যতা চাওয়া হয় কিন্তু ভর্তি যোগ্য সকল প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হয় না। এ ব্যাপারটি একজন ভর্তিইচ্ছু প্রার্থীর জন্য সবচেয়ে বিপত্তিকর।

আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা এমনিতেই সহজলভ্য নয় তদুপরি সীমাহীন ভর্তি সমস্যা একজন শিক্ষার্থীর মনকে সব সময়ে সংশয়াচ্ছন্ন করে রাখে। প্রতি বছর দেখা যায় BUET-এ ভর্তির জন্য যোগ্যতা চাওয়া হয় গণিত, রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যায় ৫৫% নম্বরসহ S.S.C এবং H.S.C পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ পাস। কিন্তু দেখা যায়, অনেক প্রথম বিভাগে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীও ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না। এর কারণ BUET মাত্র তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি পরীক্ষা নেয়। গত বছর যে তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে তাদের ঐ তিন বিষয়ের গড় প্রায় ৬৫'৩৩%।

এবার যেহেতু গত বারের তুলনায় রেজাল্ট ভাল তাই তিন বিষয়ের গড় আরও বাড়বে। আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা সবাই প্রায় সাধারণ পরিবারের সন্তান। কোন জায়গায় ভর্তির দরখাস্ত করতে সবকিছু মিলিয়ে খরচ পরে প্রায় ১৫০/২০০ টাকা। কিন্তু যখন দেখা যায়, ভর্তি তো দূরের কথা, ভর্তির যোগ্যতা থাকা সত্বেও ভর্তি পরীক্ষাতেই অংশগ্রহণ করতে পারল না তখন যে একজন শিক্ষার্থী মনে কতটুকু আঘাত পায় তা সে নিজেই জানে।

তাই BUET কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করবো ব্যাপারটা উপলব্ধি করার জন্য এবং বলবো ভর্তির যে যোগ্যতা চাওয়া হয়, যোগ্যতা সম্পন্ন সকল প্রার্থীই যেন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারে আর যদি তা নয় হয় তবে যেন ভর্তির যোগ্যতার মান উঁচু করা হয়। ভর্তির যোগ্যতা কম করে চেয়ে ছাত্রদের নিকট থেকে বাড়তি আয় বন্ধ করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এস এম জসিমউদ্দিন,
১ম বর্ষ ফার্মাকোলজী,
ক্রমিক নং ৪
আই পি জি এম আর,
ঢাকা।